গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১৭.২০.৫০৪ তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মো: ইসাহক আলী (১৩৪৫০), সহকারি অধ্যাপক (সমাজকর্ম), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, College Education Development Project (CEDP) এর আওতায় ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম মালয়েশিয়া ক্যাম্পাস (ইউএনএমসি)- এ Masters of Arts in Education এর ১ম সেমিস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউএনএমসি এর টিউটরদের সহযোগিতায় ০২টি মৌলিক এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে দাখিল করার শর্ত ছিল। কিন্তু তিনি মাস্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিস্টারে ফেল ও এ্যাসাইনমেন্ট নন-সাবমিশনের কারণে মাস্টার্স কোর্স থেকে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হন;

যেহেতু, উক্ত এ্যাসাইমেন্ট এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইউএনএমসি কর্তৃক প্রেরিত ফলাফলে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিষ্টারে ফেল ও নন-সাবমিশনের কারণে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং সে মোতাবেক গত ২৭/১২/২০২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সুস্পষ্ট জবাব চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনক জবাব উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকর্তা বিবেচনাপূর্বক জনাব মো: ইসাহক আলী-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মো: ইসাহক আলী (১৩৪৫০), সহকারি অধ্যাপক (সমাজকর্ম), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত (withholding of yearly increment for two years permanently) করার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ:০২/০৯/২০২১
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৯.২০.৫০৪/১(৬) তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব মো: ইসাহক আলী এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। অধ্যক্ষ.....।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। প্রধান হিসাবরক্ষণ ও ফিন্যান্স কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণারয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৬। জনাব মো: ইসাহক আলী (১৩৪৫০), সহকারি অধ্যাপক (সমাজকর্ম), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৫/০৯/২০২১
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৯.২০.৫০৫ তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মো: ফজলুল হক (১৯০২), সহযোগী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), শরিয়তপুর সরকারি কলেজ, শরিয়তপুর, College Education Development Project (CEDP) এর আওতায় ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম মালয়েশিয়া ক্যাম্পাস (ইউএনএমসি)- এ Masters of Arts in Education এর ১ম সেমিস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউএনএমসি এর টিউটরদের সহযোগিতায় ০২টি মৌলিক এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে দাখিল করার শর্ত ছিল। কিন্তু তিনি মাস্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিস্টারে ফেল ও এ্যাসাইনমেন্ট নন-সাবমিশনের কারণে মাস্টার্স কোর্স থেকে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হন;

যেহেতু, উক্ত এ্যাসাইমেন্ট এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইউএনএমসি কর্তৃক প্রেরিত ফলাফলে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিষ্টারে ফেল ও নন-সাবমিশনের কারণে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং সে মোতাবেক গত ২৭/০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সুস্পষ্ট জবাব চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনক জবাব উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকর্তা বিবেচনাপূর্বক জনাব মো: ফজলুল হক-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ"এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মো: ফজলুল হক (১৯০২), সহযোগী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), শরিয়তপুর সরকারি কলেজ, শরিয়তপুর-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ"এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত (withholding of yearly increment for two years permanently) করার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ:০২/০৯/২০২১
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৯.২০.৫০৫/১(৬) তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব মো: ফজলুল হক এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। অধ্যক্ষ, শরিয়তপুর সরকারি কলেজ, শরিয়তপুর।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা .....।
৬। জনাব মো: ফজলুল হক (১৯০২), সহযোগী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), শরিয়তপুর সরকারি কলেজ, শরিয়তপুর।

০৫/০৯/2021
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১৬.২০.৫০৬ তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব শ্যামল চন্দ্র সিকদার (০১৬২৭), সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা), সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর, College Education Development Project (CEDP) এর আওতায় ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম মালয়েশিয়া ক্যাম্পাস (ইউএনএমসি)- এ Masters of Arts in Education এর ১ম সেমিস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউএনএমসি এর টিউটরদের সহযোগিতায় ০২টি মৌলিক এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে দাখিল করার শর্ত ছিল। কিন্তু তিনি মাস্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিস্টারে ফেল ও এ্যাসাইনমেন্ট নন-সাবমিশনের কারণে মাস্টার্স কোর্স থেকে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হন;

যেহেতু, উক্ত এ্যাসাইমেন্ট এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইউএনএমসি কর্তৃক প্রেরিত ফলাফলে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিষ্টারে ফেল ও নন-সাবমিশনের কারণে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং সে মোতাবেক গত ২৭/০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সুস্পষ্ট জবাব চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনক জবাব উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকর্তা বিবেচনাপূর্বক জনাব শ্যামল চন্দ্র সিকদার-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ"এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব শ্যামল চন্দ্র সিকদার (০১৬২৭), সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা), সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ"এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত (withholding of yearly increment for two years permanently) করার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ:০২/০৯/২০২১
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১৬.২০.৫০৬/১(৬) তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব শ্যামল চন্দ্র সিকদার এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। অধ্যক্ষ, সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর। ।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা .....।
৬। জনাব শ্যামল চন্দ্র সিকদার (০১৬২৭), সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা), সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর।

০৫/০৯/2021
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৬.২০.৫০৭ তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, ড. জাহাঙ্গীর হোসেন (০১৫৭১৪), সহযোগী অধ্যাপক (অর্থনীতি) ও পরিচালক, অর্থ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়), College Education Development Project (CEDP) এর আওতায় ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম মালয়েশিয়া ক্যাম্পাস (ইউএনএমসি)- এ Masters of Arts in Education এর ১ম সেমিস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউএনএমসি এর টিউটরদের সহযোগিতায় ০২টি মৌলিক এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে দাখিল করার শর্ত ছিল। কিন্তু তিনি মাস্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিস্টারে ফেল ও এ্যাসাইনমেন্ট নন-সাবমিশনের কারণে মাস্টার্স কোর্স থেকে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হন;

যেহেতু, উক্ত এ্যাসাইমেন্ট এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইউএনএমসি কর্তৃক প্রেরিত ফলাফলে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিষ্টারে ফেল ও নন-সাবমিশনের কারণে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং সে মোতাবেক গত ২৭/০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সুস্পষ্ট জবাব চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনক জবাব উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকর্তা বিবেচনাপূর্বক ড. জাহাঙ্গীর হোসেন-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ"এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, ড. জাহাঙ্গীর হোসেন (০১৫৭১৪), সহযোগী অধ্যাপক (অর্থনীতি) ও পরিচালক, অর্থ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ"এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত (withholding of yearly increment for two years permanently) করার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০২/০৯/২০২১
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৬.২০.৫০৭ তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (ড. জাহাঙ্গীর হোসেন এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। অধ্যক্ষ.....।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা .....।
৬। ড. জাহাঙ্গীর হোসেন (০১৫৭১৪), সহযোগী অধ্যাপক (অর্থনীতি) ও পরিচালক, অর্থ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)।

০৫/০৯/২০২১
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬